কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 27 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 2 ...

সময়মতো বই পেতে এবার অনিশ্চয়তা

■ প্রাথমিকের পাঠ্য বই মুদ্রণে ত্রিপক্ষীয় সংকট ■ বিশ্বব্যাংকের নতুন শর্তে ক্ষুব্ধ মুদ্রণকারীরা ■ গতবার কাগজের ব্রাইটনেস ৮৫ চাওয়া হলেও এবার ৮০, তাই খরচ কমেছে

শরীফুল আলম সুমন ▷

প্রতিবছর আগস্ট মাস থেকেই শুরু হয়ে যায় প্রাথমিকের পাঠ্য বই ছাপানোর কাজ। কিন্তু এবার বইয়ের সংখ্যা বাড়লেও এখনো মুদ্রণের কার্যাদেশ বুঝে নেয়নি সর্বনিম্ন দরদাতারা। অথচ কার্যাদেশ পাওয়ার সাত কার্যদিবসের মধ্যে সম্মতিপত্র দিতে হয় মুদ্রণকারীদের। এরপর ২৮ দিনের মধ্যে দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তি হবে। তারপর ৯৮ দিনের মধ্যে সব কাজ শেষ করতে হবে। এই হিসাবে দেখা যায়, চলতি সপ্তাহেও যদি কার্যাদেশ নেওয়া হয়, তবু কাজ শেষ করতে আগামী জানুয়ারি মাসের অন্তত ২০ তারিখ পর্যন্ত সময় লেগে যাবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কার্যাদেশ নিতে সম্মতিই জানায়নি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। তাই এবার শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মতো বই পৌঁছানো নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

এনসিটিবি সূত্র জানায়, প্রাথমিকের বই নিয়ে সরকার প্রাক্কলন (সম্ভাব্য দর) ঠিক করেছিল ৩৩৫ কোটি টাকা। কিন্তু দেশীয় ২২টি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান ২২১ কোটি টাকা দর দেয়। এনসিটিবির নির্ধারিত দরের চেয়ে এটি ১০৯ কোটি টাকা কম। এ দরের কারণেই বিশ্বব্যাংক বই ছাপার মান নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে সব প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরও নতুন শর্ত আরোপ করে। কারণ প্রাথমিকের বিনা মূল্যের বইয়ের মোট খরচের সাড়ে ৯ শতাংশ দেয় বিশ্বব্যাংক। বাকি টাকা দেয় সরকার। এতে প্রায় ১৯ কোটি টাকা পাওয়া যায় বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে। আর এই টাকা পাওয়ার শর্ত হিসেবে কার্যাদেশ দেওয়ার আগে বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।

জানা গেছে, জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) যথাসময়েই তাদের টেন্ডারপ্রক্রিয়া শুরু করলেও এখন ত্রিপক্ষীয় সংকটে তারা দিশাহারা হয়ে পড়েছে। সর্বশেষ চেষ্টা হিসেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে গতকাল বুধবার বিকেল ৩টায় সর্বনিম্ন দরদাতা ২২টি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনায় বসে এনসিটিবি। কিন্তু সেখানেও কোনো সুরাহা হয়নি। বিশ্বব্যাংকও তাদের নতুন শর্তে অটল রয়েছে। মুদ্রণকারীরা টেন্ডার অনুযায়ী কাজ করতে চায়।

সভা সূত্রে জানা যায়, মুদ্রণকারীরা বলছে, তারা প্রাথমিকের পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর এই কাজ করতে চায়, তবে তা হবে দরপত্রের শিডিউল অনুযায়ী। তাহলে তারা ৯৮ দিন নয়, ৬০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ করে দেবে। কিন্তু এনসিটিবি চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র পাল তাদের সে কথায় রাজি হননি। বিশ্বব্যাংকের নতুন শর্তানুসারে তাদের কার্যাদেশ নিতে অনুরোধ করেছেন। এতে অগীমাংসিতভাবেই সভা শেষ হয়েছে।

এসব বিষয়ে বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি শহীদ সেরনিয়াবাত গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এনসিটিবি আমাদেরকে যে কার্যাদেশ বা নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড–এনওএ দিতে চেয়েছে তা বেআইনি, পিপিআর-পরিপন্থী; দেশীয় প্রেস মালিকদের জন্য অবমাননাকর। আমাদেরকে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে বিল নিতে হবে। কিন্তু কিভাবে সন্তুষ্টি অর্জন করব তা বলা হয়নি। আসলে এটি পদ্মা সেতুর মতো একটি ষড়যন্ত্র। তবে আমরা এই ফাঁদে পা দিইনি। তাই আজকের সভায় কোনো সুরাহা হয়নি। এনসিটিবি যদি শিডিউলের শর্তের বাইরে কোনো এনওএ দেয় তাহলে তা পাওয়ার পর আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব।'

জানা যায়, প্রাথমিকের পাঠ্য বই মুদ্রণ নিয়ে যে ত্রিপক্ষীয় সংকট চলছে, তার এক পক্ষ মুদ্রণকারী, দ্বিতীয় পক্ষ বিশ্বব্যাংক আর তৃতীয় পক্ষ এনসিটিবি। তবে এনসিটিবি একটি পক্ষ হলেও তাদের তেমন কোনো ভূমিকা নেই। তারা বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাব মুদ্রণকারীদের দিচ্ছে। আর মুদ্রণকারীদের কথা বিশ্বব্যাংককে জানাচ্ছে। তাদের নিজেদের কোনো সিদ্ধান্ত বা ছাড় দিয়ে সমঝোতা করার কোনো সুযোগ নেই। ফলে সঠিক সময়ে কাজ শুরু করতে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

সময়মতো বই পেতে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

না পেরে তারা দিশাহারা হয়ে পড়েছে।

এসব বিষয়ে এনসিটিবির চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র পাল গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আসলে আমরা সুখবর দেওয়ার মতো কোনো জায়গায় পৌঁছতে পারিনি। তবে প্রাক্কলিত দরের চেয়ে বেশি কম দর পাওয়ায় বিশ্বব্যাংক কিছু শর্ত যোগ করেছে। বিনা মূল্যে বই প্রদান সরকারের একটি বড় উদ্যোগ। এ জন্য আমরা মুদ্রণকারীদের সহায়তা চাই। কোনো সমাধানে না পৌঁছানোর বিষয়টি প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীকে জানাব। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশানুসারেই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করব।'

এনসিটিবি কর্মকর্তারা বলেন, 'প্রাথমিকের বই প্রায় ১১ কোটি। অন্যদিকে মাধ্যমিক, দাখিল, কারিগরি, ইবতেদায়ির বই প্রায় ২২ কোটি। প্রাথমিকের কাজ আন্তর্জাতিক টেন্ডারে হলেও অন্যান্য বই দেশীয় টেন্ডারে হচ্ছে। দেশীয় মুদ্রাকররা যদি ২২ কোটি বইয়ের কাজ সঠিকভাবে করতে পারে তাহলে ১১ কোটি বইয়ের কাজ করতে পারবে না কেন? আসলে কোনো একটি মহলকে সুবিধা দিতে বিশ্বব্যাংক কিছু খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়েছে। আর বর্তমানে আমাদের প্রেস উন্নত। যদি ৫০ কোটি বইয়ের কাজও হয় তাও সঠিকভাবে শেষ করতে আমাদের প্রেসগুলো সক্ষম।'

জানা যায়, বিশ্বব্যাংকের কাছে অনুমতি নিতে গিয়ে বেশ বিপাকে পড়েছে এনসিটিবি। বাজারদরের চেয়েও কম দামে বই ছাপার দর দেওয়ায় বিশ্বব্যাংক কাগজের মান নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে। তারা বইয়ের কাগজ, ছাপা ও বাঁধাইয়ের মান নিশ্চিত করার অঙ্গীকার চায়। সে অনুযায়ী টেন্ডারের বাইরেও নতুন কিছু শর্ত জুড়ে দিয়ে এনওএ ছাড় দেয় বিশ্বব্যাংক। সেখানে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব টিম বই ছাপা-পূর্ব, ছাপাকালীন এবং ছাপা-পরবর্তী পরিদর্শন

6	Invitation for	Medium repair of 14 pontoons (TP-71, TP-84, TP-86, TP-107, TP-87, TP-88, TP-89, TP- 90, TP-92, TP-93, TP-135, TP-96, TP-103 & TP-122) of BIWTA at Sadarghat & Patuakhali River Port Under 3 Lots.
7	Invitation Ref No	18.11.26.00.293.26.153.15/159
8	Date	24/08/2015
KEY INFORMATION		
9	Procurement Method	Open Tendering Method (OTM)